**শ্রেষ্ঠ পুরুস্কার**

কোন পুরুস্কার গ্রহন করার জন্য তাকে অবশ্যই পরীক্ষায় অংশগ্রহন করতে হয় । আর এই পরীক্ষা হয় দুই ধরনের । একটি হচ্ছে লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষা এবং অন্যটি হচ্ছে বাস্তব পরীক্ষা । লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে সর্বোচ্চ নম্বরধারী পরীক্ষার্থী হয়তবা স্বর্ণের মেডেল লাভ করে ।

আর বাস্তব পরীক্ষায় অংশগ্রহন করলে অনেক বড় পুরস্কার অর্জন হয় । বাস্তব পরীক্ষা দিয়েছিলেন আল্লাহর নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) । তিনি বাদশাহ নমরুদের তৈরী মাটির মূর্তিগুলো ভাঙ্গার ফলে বাদশাহ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলার নির্দেশ দিলেন । বিরাট কুন্ডুলী নির্মাণ করে তাতে প্রচূর কাঠ-খড়ি দিয়ে দীর্ঘ ছয়মাস অগ্নি জ্বালিয়ে এক ভয়াবহ দাবানল সৃষ্টি করা হল । এই ভয়াবহ অগ্নি কুন্ডুলিতে নিক্ষেপের পূর্ব মুহূর্তে ইব্রাহীম(আঃ)কে বলা হল, তুমি যদি তোমার খোদার উপার্সনা বাদ দিয়ে বাদশাহ নমরুদের আনুগত্য স্বীকার কর তবে তোমাকে আগুনে ফেলা হবেনা । বরং তোমাকে অনেক বড় পুরুস্কার দেয়া হবে । কিন্তু ইব্রাহীম(আঃ) নমরুদের প্রস্তাবে রাজি হলেন না । অবশেষে তাঁকে অগ্নিকুন্ডুলিতে নিক্ষেপ করা হল । এটি ছিল তার মহান আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে একটা বিরাট পরীক্ষা ।

 ইব্রাহীম(আঃ)এর দ্বিতীয় পরীক্ষা হল মা হাজেরা(রাঃ)-এর বনোবাস । আল্লাহর নির্দেশে তিনি শিশুপুত্র ইসমাইল (আঃ)সহ স্ত্রী হাজেরাকে মরুভূমির নির্জন প্রান্তরে রেখে আসলেন । জনমানবহীন এই মরুপ্রান্তরে না ছিল কোন পানি, না ছিল কোন খাদ্য এবং না ছিল কোন বৃক্ষ – তরুলতা । চারিদিকে রৌদ্র হাহাকার ও অসহনীয় বালিঝড় । আল্লাহর ভয়ে এমন নিদারুন পরিবাশে কোনপ্রকার খাদ্য ও পানিবিহীন অবস্থায় তাঁর পরম আদরের শিশু সন্তান এবং প্রিয়তম স্ত্রীকে রেখে রবের নির্দেশ পালন করলেন ।

 তাঁর তৃতীয় পরীক্ষা হোল পুত্র ইসমেইল (আঃ) কে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করা । তিনি স্বপ্নে দেখেলেন, আল্লাহ বলছেন, হে ইব্রাহীম !তোমার প্রিয় বস্তুকে আমার জন্য কোরবানি কর ।

ইব্রাহীম(আঃ) পাঁচশত উট কোরবানি করলেন । এতে আল্লাহ খুশী হলেন না । আবারো তিনি একই স্বপ্ন দেখেলেন এবং পশু কোরবানি করলেন । এইভাবে বার বার বহু পশু কোরবানি করার পরেও তিনি আল্লাহকে সন্তোষ্ঠ করতে পারলেন না । এইক্ষণে তিনি বুঝতে পারলেন যে, সে এ যাবৎ যত পশু কোরবানি করেছেন সেগুলো তাঁর প্রিয় বস্তু নয় । তাঁর সবচাইতে প্রিয় হচ্ছে পুত্র ইসমইল । তাই তিনি আল্লাহকে খুশী করার জন্য পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি দেয়ার মনোস্থ করলেন এবং তাঁর সংকল্পের কথা পুত্রকে জানালেন । পুত্র প্রস্তাবে রাজি হয়ে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি হওয়ার উদ্দেশ্যে পিতার সাথে মিনা প্রান্তরে আসলেন । ইব্রাহীম(আঃ) জবাই করার উদ্দেশ্যে পুত্র ইসমাইলকে মাটিতে শোয়াইয়া দিলেন এবং তার গলদেশে তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরী চালাইতে থাকলেন । পুনঃ পুনঃ চেষ্ঠা করেও তিনি ব্যর্থ হলেন । তাঁর কর্ণে দৈববানী ভেসে আসলো । আল্লাহ বলছেন, হে ইব্রাহীম ! আমি খুশী হয়েছি, আমি তোমার কোরবানি কবুল করেছি। আমি বেহেস্থ থেকে একটা দুম্বা পাঠিয়ে দিলাম । পুত্র ইসমাইলের পরিবর্তে সেটি জবেহ কর । এভাবে ইসমেইল (আঃ) জবেহ থেকে রক্ষা পেলেন এবং উভয়েই আল্লাহর প্রিয় পাত্রে পরিণত হলেন । ইব্রাহীম(আঃ)এর সবগুলো পরীক্ষাই ছিল মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষথেকে বাস্তব পরীক্ষা । আল্লাহপাক বড়ই খুশী হলেন এবং তাঁকে “খলিল” উপধিতে ভূসিত করলেন ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁকে গোটা মুসলিম উম্মাহর পিতা বিনিয়ে দিলেন । এটিই হচ্ছে **শ্রেষ্ঠ পুরুস্কার ।**

 জাতির পিতা হওয়া অত সহজ নয় । যে কেউ গাতির পিতা হতে পারেনা । কোন মুসলমান অন্য কাউকে জাতির পিতা ভাবতে বা কল্পনা করতে পারেনা । ভাবলে ঈমান থাকবেনা, ঈমান একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে । একমাত্র ইব্রাহীম(আঃ) হচ্ছেন জাতির পিতা, গোটা মুসলিম উম্মাহর পিতার দাবীদার এয়ামাত্র তিনিই ।